**অহংকারমুক্ত জীবন মানেই প্রশান্তির জীবন**

**অহংকার ব্যক্তি চরিত্রের একটি খারাপ গুন যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে । মানব ইতিহাসে যারা বিখ্যাত হয়ে আছেন তারা ব্যক্তি জীবনে অহংকার মুক্ত জীবন যাপন করতেন। হজরত মুহাম্মদ (স:) আরবের রাষ্ট্র নায়ক হয়ে হাজার হাজার অনুসারী পরিবেষ্টিত থেকেও সরল ও সাধাসিধা জীবন যাপন করতেন । অর্ধ পৃথিবীর শাসক হজরত উমর (রা: জেরুজালেম সফরের সময় ভৃত্যকে উটে বসিয়ে নিজে নিজে হাতে উটের রশি ধরে হাটছিলেন । জেরুজালেমের শাসনকর্তা তখন ভুল করে ভৃত্যকে উমর (রা:) মনে করে বরণ করতে গিয়েছিলেন। অথচ আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিগন আছেন যারা ঘরের কাজের লোককে সোফায় বসতে না দিয়ে ফ্লোরে বসতে দিই কিংবা কথায় কথায় তুচ্ছ তাচ্ছিল করি । বিজ্ঞানি নিউটন এত আবিষ্কারের পরেও নিজেকে তুচ্ছ মনে করে বলেছিলেন – আমি জ্ঞানের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র। আর আমরা দুয়েকটি ডিগ্রি নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করে থাকি।**

**যে ব্যক্তি মানুষের উপর অহংকার করে কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের পায়ের নীচে মাড়ানো হবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা অহংকারের কারণে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ছোট ছোট পিপীলিকার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি জেলখানায় একত্রিত করা হবে, যার নাম হবে “বুলাস। আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঢেকে ফেলবে। জাহান্নামীদের শরীরের ঘাম তাদেরকে পান করতে বাধ্য করা হবে।”। সুনানে তিরমিজি (২৪৯২)**

**অহংককার সম্পর্কে হজরত আলি (রা:) এর উক্তি এক্ষেত্রে প্রনিধান যোগ্য । তিনি বলেন—“মানুষের কিসের এত অহংকার যার সৃষ্টি এক ফোঁটা রক্তে আর শেষ মৃত্তিকায় ।”**

**মানুষ বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, সহজ, সরল মানুষকে ভালবাসে। আর কঠিন ও রুঢ় স্বভাবের মানুষকে ঘৃণা করে । অহংকার প্রতিরোধ করার উপায় হল- নিজেকে অন্য দশজন মানুষের মত মনে করা। অন্যসব লোককে নিজের আল্লাহর সৃষ্টি একই মানুষ মনে করা। তারাও এক বাপ-মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। যেভাবে আপনিও এক বাপ-মা এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আসুন আমরা অহংকারমুক্ত হয়ে উদারতা অনুশীলন করি । অত;পর শিক্ষার্থিদের অহংকারমুক্ত হতে উৎসাহিত করি । অহংকারমুক্ত জীবন মানেই প্রশান্তির জীবন।**